দুটি মামলায় আসামি চবির হাজার শিক্ষার্থী

উপাচার্যের বাসভবনে ভাঙচুর

চবি প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১১:৫৯ পিএম

advertisement..

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) উপাচার্যের বাসভবন ও বাস ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুটি মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মামলায় ১৪ শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতপরিচয় এক হাজার শিক্ষার্থীকে আসামি করা হয়েছে। গত শনিবার রাতে হাটহাজারী থানায় মামলা দুটি করা হয়।

একটি মামলার বাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা শেখ মো. আবদুর রাজ্জাক, অন্যটির বাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার কেএম নূর আহমদ। তবে প্রশাসন ও থানা থেকে নিরাপত্তার স্বার্থে আসামি ১৪ শিক্ষার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়নি। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আরিফ হোসেন এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

advertisement

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গামী শাটল ট্রেনের ছাদে হেলে পড়া গাছের ধাক্কায় অন্তত ১৬ শিক্ষার্থী আহত হন। রাত সাড়ে ১০টার দিকে শাটল ট্রেন ক্যাম্পাসে পৌঁছানোর পর শিক্ষার্থীরা ঘটনার প্রতিবাদে ফটক আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর চালাতে দেখা যায়। পরবর্তীতে একজনের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে উপাচার্যের বাসভবনের দিকে যান। একপর্যায়ে তারা উপাচার্যের তিনতলা বাসভবনে ভাঙচুর শুরু করেন। ফুলের টব থেকে শুরু করে বিভিন্ন আসবাব, কক্ষ, জানালায় ভাঙচুর চালান শিক্ষার্থীরা। এ সময় আসবাব বের করে বাসভবনের উঠানে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। উপাচার্যের বাসভবন ভাঙচুর করার পরপরই বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা পরিবহন দপ্তরে মিছিল নিয়ে যান। সেখানে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য রাখা অন্তত ৭০টি বাস ভাঙচুর করেন। পরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক ক্লাবের কয়েকটি কক্ষ ভাঙচুর করেন। এরপর শাটল ট্রেন চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়।

গত শুক্রবার বিকালে উপাচার্যের দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনায় তিনটি পৃথক মামলা করা হবে বলে জানান উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতার। তবে সংবাদ সম্মেলনের ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় পর দুটি মামলা দায়ের করা হয়। এদিকে চবি উপাচার্যের বাসভবন ভাঙচুরের ঘটনার ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ঘটনার দুটি মামলা হলেও আসামির তালিকা নিয়েও হচ্ছে লুকোচুরি।

প্রক্টর ড. নুরুল আজিম শিকদার বলেন, তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তুতি চলছে। হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সঙ্গে কথা হলে তিনি আসামিদের কারও নাম বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে মামলা প্রত্যাহারসহ চার দফা দাবিতে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। চার দফা দাবি হলোÑ অজ্ঞাতনামা মামলা প্রত্যাহার করা, আহত শিক্ষার্থীদের সুস্থতার দায়ভার প্রশাসনের নেওয়া, শাটল ট্রেনে সব শিক্ষার্থীর আসন নিশ্চিত করে ফিটনেসবিহীন বগি সংস্কার করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যালে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত ওষুধ নিশ্চিত করা। দাবি পূরণ না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।